আখ সমাচার

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ইক্ষু উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক মাসিক

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ আনিসুল আজম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বর্ষ-১০ সংখ্যা-৫৪ ॥ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. ॥ সফর-রবিঃ আউঃ ১৪৪৪ হিজরী ॥ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কৃশার সমাচার

বর্তমান সময়ে করণীয়, সেপ্টেম্বর" ২০২২ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য

(১) এ সময় আর বিলম্ব না করে আগাম রোপা আখের জন্য বীজতলায় চারা উৎপাদনের ব্যবস্থা নিন।

(২)বীজতলা বা নালায় বীজখন্ড রোপণের পূর্বে বীজ খন্ডগুলো ছত্রাক নাশক দ্বারা শোধন করে নিন।

(৩) হলুদ, বেগুন ও মরিচের জমিতে শেষবারের মতো মাটি কেটে দু'সারি ফসলের মধ্যবর্তী নালায় আগাম আখ রোপণ করুন।

(৪) পাটের জমিতে ৩/৪ টি চাষ দিয়ে ৯"-১২" গভীর নালা তৈরী করে আগাম আখ রোপণ করুন।

(৫) এ সময়ে জোড়া সারি পদ্ধতিতে রোপণ করে আখের জমিতে সাথী ফসল হিসাবে গুটি পেয়াজ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লালশাক, পালংশাক, গাজর ও মুলার চাষ করে লাভবান হউন।

(৬) ইতিমধ্যে রোপণ করা আখের জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকলে নালার মুখ কেটে তা আড়াআড়ি বের করার ব্যবস্থা নিন।

(৭) বীজতলায় সাদাপাতা রোগাক্রান্ত চারা দেখা মাত্র তুলে ফেলে দিতে হবে।

(৮) দন্ডায়মান আখে লালপচা/উইল্ট রোগের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত ঝাড় শিকড় সহ ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিন।

(৯) আগাম আখ রোপণে বীজ ক্ষেত থেকে অনুমোদিত পরিচ্ছন্ন প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার করুন।

(১০) আগাম আবাদের জন্য ঈ-১৬, ঈ-২৬, ঈ-৩৭, ঈ-৩৯, ঈ-৪০ জাত ব্যবহার করুন এবং বি এস-৯৬ সহ অন্যান্য অ-অনুমোদিত জাত পরিহার করুন।

"আগাম করুন আখের চাষ সুখে থাকুন বারো মাস"

সু-খবর! সু-খবর!! সু-খবর!!!

আখ চাষী ভাইদের জন্য সু-খবর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশ ও জনস্বার্থে ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুম হতে আখের মূল্য নিম্নরূপ বৃদ্ধি করেছেন।

কেন্দ্রের নাম	২০২১-২২ মাড়াই মৌসুমের মূল্য		২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুমের মূল্য	
	প্রতি কুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)	প্রতি কুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)
মিলস্ গেট	৩৫০.০০	১৪০.০০	৪৫০.০০	১৮০.০০
বাহির কেন্দ্র	৩৪৩.৪০	১৩৭.৩৬	৪৪০.০০	১৭৬.০০

এছাড়া ১৫ জানুয়ারী থেকে প্রতি ১৫ দিন পর পর মোট ৫ (পাঁচ) বার মূল্য বৃদ্ধির হার কুইন্টাল প্রতি ৪.০০ (চার) টাকা ধার্য করা হয়েছে।

তাছাড়া চিনি আহরণের হার ৮% এর অধিক হলে সরকারী নিয়মে পূর্বের ন্যায় প্রিমিয়াম মূল্য প্রদান করা হবে।

এছাড়া বীজ আখের মূল্য সরবরাহ যোগ্য আখের মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য নিম্নরূপ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বীজের শ্রেণী	২০২১-২২ মাড়াই মৌসুম	২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুম
	প্রতি কুইন্টালের জন্য অধিক মূল্য (টাকা)	প্রতি কুইন্টালের জন্য অধিক মূল্য (টাকা)
ফাউন্ডেশন/রেজিষ্টার্ড বীজ আখ	৮.০৪	১০.০০
সার্টিফাইড বীজ আখ	৪.০২	৫.০০

উন্নত প্রযুক্তিতে অধিক জমিতে আখ চাষ করুন।

চিনিকলে অধিক আখ সরবরাহ করে নিজে লাভবান হউন।

প্রচারে ঃ নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ, গোপালপুর, নাটোর।

জমি নির্বাচন, জমি তৈরী ও আখ রোপণ

মোঃ কাওসার আলী সরকার
ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)

জমি নির্বাচন ঃ বন্যা মুক্ত কিংবা দীর্ঘ দিন পানি জমে থাকে না এরূপ সমতল জমি আখ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। উপযুক্ত জমি নির্বাচন আখ চাষে সফলতা অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্বোচ্চ ফলন পেতে হলে আখ চাষের সবচেয়ে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে এ ধরণের জমি নির্বাচন করতে হবে। আখের ফলনের উপর পানির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অত্যধিক খরা কিংবা অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা আখ চাষের ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। উঁচু, মাঝারী উঁচু কিংবা মাঝারী নীচু জমি আখ চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিৎ। নর্থ বেঙ্গল চিনিকল এলাকার জমি উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমির অন্তর্ভূক্ত। জমি নির্বাচনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন জমি কোন ভাবেই দীর্ঘ দিন জলাবদ্ধ অবস্থায় না থাকে। এঁটেল দোআঁশ কিংবা বেলে দোআঁশ মাটি আখ চাষের জন্য বেশি উপযুক্ত। নির্বাচিত জমি সমান হতে হবে, তবে একদিকে সামান্য ঢালু হলে ভাল হয়, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সহজেই বের হয়ে যেতে পারে। নীচু জমিতে আখ চাষ করলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হওয়ার আখের ফলন ভাল হয় না। জলাবদ্ধতা আখে লালপচা ও উইল্ট রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটার এবং কান্ডের মাজরা পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি করে।

জমি তৈরীঃ আখের শিকড় গুচ্ছ যাতে অবাধে বিস্তার লাভ করে মাটি থেকে সহজে প্রয়োজনীয় পানি ও খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করতে পারে সে জন্য জমি উত্তম ও গভীর করে চাষ করা প্রয়োজন। জমি ভাল ভাবে তৈরীর জন্য জমি তৈরীর উপযুক্ত সময় বেছে নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিজা জমি চাষ করলে জমি কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে এবং রোদে শুকিয়ে বড় বড় ঢিলের সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে শুকনো জমি চাষ করলে চাষের গভীরতা কম হয় এবং বড় বড় ঢিলের সৃষ্টি হয় যা ভেঙ্গে গুড়ো করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাই জমিতে শুধুমাত্র উপযুক্ত জোঁ এলেই চাষ করা উচিৎ। আখা আবাদের জন্য জমি চাষের গভীরতা অন্তত: ৯" হওয়া বাঞ্চনীয়; কিন্তু দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ করে এ কাঙ্খিত গভীরতা অর্জন

করা সম্ভব হয় না। কোদালের সাহায্যে, গবাদি পশুর সাহায্যে, দেশী লাঙ্গল দিয়ে, পশু শক্তি সাহায্যে জমি চাষ করা যেতে পারে। ট্রাক্টরের সাহায্যে অল্প সময়ে অধিক জমি চাষ করে আশানুরূপ গভরতা অর্জন করা যায়। কিন্তু পাওয়ার টিলারের সাহায্যে অল্প সময়ে অধিক জমি চাষ করা গেলেও গভীরতা আশানুরূপ হয় না। জমিতে কতবার চাষ ও মই দিতে হবে তা জমির প্রকৃতি, চাষের সময়, জমির আর্দ্রতার পরিমাণ ও আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। বেলে দোআঁশ মাটিতে এঁটেল দোআঁশ মাটির চেয়ে কম চাষ লাগে। সঠিকভাবে জো আসার পরে প্রথম চাষ দেয়ার সময় মাটিতে রসের পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে প্রথম চাষ দেয়ার পর কয়েকদিন জমি আলগা করে ফেলে রাখতে হবে। যাতে অতিরিক্ত রস শুকিয়ে জো অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে জমিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে বিশেষ করে নাবী আখ চাষের সময় জমি আলগা করে ফেলে রাখা মোটেই সমীচীন নয়। কারণ জমির রস দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ার ফলে আখের অংকুরোদগম ব্যাহত হয়। জমি তৈরীর জন্য ৫/৬ টি চাষই যথেষ্ট। বেলে মাটিতে চাষ আরও কম প্রয়েজন হয়। ছোট ছোট ঢিল ও গুড়ো মাটির সংমিশ্রণ এবং ঢিলের ব্যাস ১ ইঞ্চির বেশি নয় ইত্যাদি হচ্ছে উত্তমরূপে জমি তৈরীর প্রধান বৈশিষ্ট। এভাবে তৈরী জমির মাটির ভিতরে সহজেই পর্যাপ্ত বাতাস ও বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে পারে এবং মাটিতে রস সংরক্ষণের সুবিধা হয়।

আখ রোপণ ঃ আখ রোপণের সময়, রোপণ পদ্ধতি ও রোপণের নিপুনতার উপর আখের ফলন বহুলাংশে নির্ভর করে। সাধারণত শীতের অব্যবহিত আগে এবং পরে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ন এবং মাঘের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত আখ রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ন মাস (ডিসেম্বরের মাঝামাঝি) পর্যন্ত আখ রোপণের আগাম মৌসুম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মাঘ-ফাল্গুন মাসে নাবী আখ রোপণ করা হয়। আগাম আখ রোপণের চেয়ে নাবী আখ রোপণে ফলন কম হয়। তাই বাংলাদেশে আশ্বিন-কাতিক মাসে আখের আগাম চাষের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল ও অধিক চিনি সমৃদ্ধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আখের জাতের খুব অভাব রয়েছে। বিএসআরআই থেকে ৪৬টি জাত অবমুক্ত করা হলেও রোগ ও পোকার আক্রমণে অধিকাংশ পুরাতন জাতগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বর্তমানে চিনিকল এলাকায় মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি জাতের চাষ হচ্ছে। নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে চাষকৃত অনুমোদিত জাত গুলো হচ্ছে- ঈ-১৬, ঈ-২০,ঈ-২৬, ঈ-৩২, ঈ-৩৩, ঈ-৩৪ ঈ-৩৭, ঈ-৩৯, ঈ-৪০, বিএসআরআই-৪৩, বিএসআরআই-৪৪, বিএসআরআই-৪৫, বিএসআরআই-৪৬। রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা এবং অধিক ফলনের জন্য এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৩ ফুট থেকে সাড়ে ৩ ফুট রাখা হয়। আখ রোপণের জন্য সারিতে গরু মহিষের সাহায্যে দেশী লাঙ্গল দিয়ে, কোদাল দিয়ে এবং ট্রাক্টর ও ট্রেঞ্চারের সাহায্যে নালা তৈরী করা হয়। নালার গভীরতা মোটামুটিভাবে ৯" হওয়া বাঞ্চনীয়। নালায় বীজগুলো চলমান এবং একসারি পদ্ধতি, দুই সারি পদ্ধতি ও আঁকা-বাঁকা পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়। বাংলদেশের পরিবেশগত পরিস্থিতিতে চাষীদের জন্য বীজ রোপণের সবচেয়ে উপযোগী ও অনুমোদিত পদ্ধতি হলো আগাম আখ রোপণের জন্য "চলমান একসারি" পদ্ধতি এবং নাবী রোপনের জন্য দেড়া পদ্ধতি। প্রতিকুল আবহাওয়ায় বাদবাকী পদ্ধতি গুলো ব্যবহার করা হয়। যে সকল এলাকায় উঁইপোকার উপদ্রব আছে সে সব এলাকার জমিতে বীজ রোপণের আগে মাটি শোধক ব্যবহার করতে হয়। নালা তৈরীর পর বীজ রোপণের পূর্বে নালায় নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সারের অনুমোদিত মাত্রার অধিক নাইট্রোজেন, সম্পুর্ণ ফসফেট ও অর্ধেক পটাশ জাতীয় সার প্রয়োগ করে কুপিয়ে দিতে হয়।

বিশুদ্ধ বীজ আখের গুরুত্ব, উৎপাদন এবং ব্যবহারের লাভজনক দিক

মোসাঃ শামীমা পারভীন
ব্যবস্থাপক (বীঃ পঃ এন্ড এ্যাগ্রোঃ)

বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদনের জন্য প্রথম জানা দরকার বিশুদ্ধ বীজ কি ? উদ্ভিদের যেকোন অংশ যা বংশ বিস্তারে সক্ষম এমন সবই বীজ অর্থাৎ যা থেকে সুস্থসবল ও রোগমুক্ত চারা গজাবে তাকে বীজ বলে। কিন্তু বিশুদ্ধ বীজের নিম্নরুপ গুণাবলী থাকতে হবে। ক) অনুমোদিত জাত, খ) জাতের মিশ্রণমুক্ত, গ) বীজ বাহিত রোগ ও পোকামুক্ত, ঘ) সবল, ঙ) পোকা ও রোগ সনাক্ত করতে সক্ষম এমন কারও দ্বারা পরিদর্শিত ও প্রত্যায়নপ্রাপ্ত। বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহারের গুরুত্বঃ আখের অযৌন বংশ বৃদ্ধির কারণে বেশীর ভাগ রোগ সহজেই আখকে আক্রমণ করে। যার মধ্যে লালপঁচা, উইল্ট, লিফ স্পট অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। এছাড়া অন্যান্য প্রধান রোগ যেমন- স্মাট, ঘাসিগুচ্ছ, মুড়ি খর্বা, মোজাইক, সাদাপাতা, ডগাপঁচা ইত্যাদি রোগের আক্রমণ আখের ফলন কমিয়ে দেয় এবং আখের জাতের গুণাগুণ নষ্ট করে। এছাড়া একই জাতের বীজ স্বাভাবিকভাবে একটানা ব্যবহার করলে তাতে সহজেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং জাতের স্বাভাবিক গুণ হারিয়ে ফেলে। সুতরাং ভাল জাতের আখের স্থায়িত্ব নির্ভর করে বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহারের উপর যা আখ ফসলের পূর্ব শর্ত। বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদনঃ চিনিকল এলাকায় বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদনের জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট ব্যবস্থা চালু আছে।

১ম স্তর- ফাউন্ডেশনঃ অনুমোদিত জাতের মিশ্রণমুক্ত, সুস্থ সবল বীজকে ৫০° সেঃ তাপমাত্রায় ৩ ঘন্টা গরম পানিতে শোধন করে ফাউন্ডেশন বীজ উৎপাদনের জন্য রোপণ করা হয়। পরবর্তীতে রোগমুক্ত করণের অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
২য় স্তর- রেজিস্টার্ড বীজ ঃ ফাউন্ডেশন বীজ ক্ষেত হতে সংগ্রহকৃত বীজ রোপণের মাধ্যমে রেজিষ্টার্ড বীজ উৎপাদন করা হয়। এ পর্যায়েও রোগমুক্ত করণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
৩য় স্তর- সার্টিফাইড বীজঃ এ বীজ ক্ষেত হচ্ছে শেষ বছর রেজিষ্টার্ড বীজ ক্ষেত হতে সংগ্রহকৃত বীজ দ্বারা এই বীজ ক্ষেতটি উৎপাদন ও পরে রোগমুক্ত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই বীজ বানিজ্যিক আবাদের জন্য ব্যবহার করা হয়। বানিজ্যিক আখ কখনো বীজ হিসাবে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

বীজ তৈরী ও শোধনঃ (১) বীজ তৈরীর বা সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহারিত ছুরি বা হাসুয়া মাঝে মাঝে আগুনে পুড়িয়ে জীবানুমুক্ত করা দরকার। ২) সাধারণ রোপণের জন্য ও বেড চারার জন্য ২চোখ বিশিষ্ট এবং পলিব্যাগ চারার জন্য এক চোখ বিশিষ্ট বীজ খন্ড তৈরী করা দরকার। ৩) বীজ খন্ড শোধনের জন্য ব্যভিষ্টিন/নোইন নামক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে এক গ্রাম পরিমাণ মিশিয়ে
বীজ খন্ড ৩০ মিনিট সময় দ্রবনে চুবিয়ে নেয়া দরকার। সাধারণত রোপণের জন্য এক একর
জমিতে ব্যবহারিত বীজ শোধনের জন্য ১০০ গ্রাম ঔষধ প্রয়োজন হবে।

বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহারের লাভজনক দিকঃ
এ কথা পরীক্ষিত সত্য যে, বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহারে সাধারণভাবে ২০-২৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফসলকে অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক রোগের আক্রমণে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার না করে শুধুমাত্র কৃষির অন্যান্য উপকরণাদি যেমন- সার, কীটনশাক দ্রব্য এবং আধুনিক পদ্ধতির চাষ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে
ভাল ফলন আশা করা যায় না। অতএব, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার ফলন বৃদ্ধির সহায়ক।

উপদেষ্টা ঃ মো. আসহাব উদ্দিন, ভারঃ মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)
সম্পাদক ঃ মোঃ কাওছার আলী সরকার, ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)
কার্যকরী সদস্য ঃ মোসাঃ শামীমা পারভীন, ব্যবস্থাপক (বীঃপঃ এন্ড এগ্রো)
ঃ মোঃ গোলাম রব্বানী, উপ-ব্যবস্থাপক (সিপি)
ঃ মোঃ হেদায়েতুল্যা, উপ-ব্যবস্থাপক (ঋণ)

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ এর কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও সজিব প্রিন্টিং প্রেস, গোপালপুর হতে মুদ্রিত